53

তারিখ 04 JAN 1996 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২ ......

আজকের কাগজ

শিক্ষার্থিদের স্টাইপেন নিয়ে প্রহসন কেনো?

১৯৯৫ সালের শুরু থেকে সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছাত্রিদের নিজস্ব কিছু ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্যে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে। কর্তৃপক্ষ এ বিষয় নিরবতা পালন করে। শুরু হয় তীব্র আন্দোলন, মিটিং, মিছিলে তা প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। সময়টি ছিলো '৯৫ সালের মাচ/এপ্রিলে।

দিনের পর দিন ঘটনা গড়াতে থাকে। ডিএনএস জাহানারা বেগম ছাত্রীদের সহযোগিতা না করে হাত মেলায় সহকারি নার্সদের সঙ্গে। গত ১৬ জুলাই '৯৫ তারিখে নার্সদের হোস্টেল ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সবকিছু বন্ধ করে দেয়। আবার ১৬/৯/৯৫ তারিখে নোটিস বোর্ডে নোটিস করে ছাত্রছাত্রিদের ডাকা হয়। ছাত্রিরা যে যার মতো সংবাদ পেয়ে আবার জয়েন্ট করে।

এভাবে পাঁচজন ছাত্রীর স্টুডেন্টশীপ বাতিল করলো আরও পাঁচ জনকে বদলি করলো বিভিন্ন নার্সিং ইনস্টিটিউটে। শুরু হলো প্রিন্সিপাল ও সিস্টার টিউটরদের নতুন খেলা। দিনের পর দিন স্টাইপেন বন্ধ রাখলো। এ কোন প্রহসন শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘ দিন পরে গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর '৯৫ মাসের স্টাইপেন পেয়েছি। কিন্তু গত জুলাই/আগস্ট সেপ্টম্বর ও অক্টোবর '৯৫ ইং মাসের স্টাইপেন এখনো আমরা পাইনি। এখন প্রশ্ন হলো, কর্তৃপক্ষের আদেশে হোস্টেল ত্যাগ করেছি এবং আবার কর্তৃপক্ষের আদেশে জয়েন করেছি। এখন আমাদের স্টাইপেন না পাওয়ার কারণ কি?

শাহীন/পপি/শান্তি
সেবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ
ঢাকা।